হোমিওপ্যাথিতে

# মায়াজমেটিক চিকিৎসা

(মায়াজম জানুন)

[Miasmatic Treatment in Homeopathy (Know Miasm)]

ডা. আহাম্মদ হোসেন ফারুকী

# সূচি

## ক. মায়াজম (Miasm)

১. মায়াজমেটিক চিকিৎসা –১৩
২. "মায়াজম"(Miasm) –১৪
৩. মায়াজমের ক্ষেত্রে আমরা কিছু ভুল করি –১৫
৪. মায়াজমকে আমি যেভাবে বুঝি –১৫
৫. রোগীর যে অবস্থায় মায়াজম নিয়ে ভাববো –১৬
৬. মায়াজমের (গরধংস) প্রকার –১৭
৭. মিশ্র মায়াজম –১৮
৮. মায়াজমের বিশেষ কিছু তথ্য –২০
৯. মায়াজমেটিক দোষ দূর করার জন্য যে সব ওষুধ ব্যবহৃত হয় –২২
১০. মায়াজমের চিত্র, এই চিত্রে ৫টি মায়াজমকে বুঝানোর চেষ্টা করছি – ২৩
১১. সংক্ষেপে ৪টি মায়াজমের পরিচয় –২৪
১২. ৪টি মায়াজম সহজে মনে রাখার কৌশল –২৫
১৩. চিত্রের মাধ্যমে ৫টি মায়াজম –৪২
১৪. মায়াজমেটিক ওষুধ ব্যবহার –৪৩
১৫. মায়াজমেটিক ওষুধ প্রয়োগ –৪৪
১৬. এতো মায়াজমেটিক ওষুধ কি করবো? –৪৫
১৭. মায়াজম বলে আমি না –৪৬
১৮. মায়াজমেটিক চিকিৎসা-১ – ৪৭
১৯. মায়াজমেটিক চিকিৎসা-২ –৫২
২০. সকল মায়াজমেটিক ওষুধ – ৫২

## খ. হোমিওপ্যাথিক পর্যবেক্ষণ

১. রোগীলিপিহীন চিকিৎসা –৫৬
২. চিররোগ সারতে সময় লাগে –৫৬
৩. "সদৃশ্য ওষুধ বাছাই আতঙ্ক" –৫৭
৪. উল্টোপথে চিকিৎসার ফলাফল –৫৮

৫. খড়কুটো –৫৯
৬. ভুলে যান –৫৯
৭. আগে জেনেনিন –৬০
৮. ভালো কাজের কদর নেই –৬১
৯. গাছ ডালায় –৬২
১০. পরিস্থিতি ভিন্ন কথা বলে –৬৩
১১. বিনা প্রমানে চোর বলা –৬৪

# ক. মায়াজম (Miasm)

## পাঠ-১

## মায়াজমেটিক চিকিৎসা

মায়াজমেটিক চিকিৎসা বলতে কিছুই নাই। হোমিওপ্যাথি হল "সদৃশ বিধানে চিকিৎসা পদ্ধতি" এটাই একমাত্র শেষ কথা। এছাড়া আর অন্য কোন কথা নেই।

অনেকে আবার হোমিওপ্যাথিকে বিভিন্ন শাখায় ভাগ করে। তা বলার আগে একটি উপমা দিচ্ছি, যেমন-

১. কেউ রান্না করার পর যদি বলে আমি পানি দিয়ে সব কিছু ধৌত করেছি, তাই এই রান্নার নাম "পানিধৌত রান্না"।

২. আবার বলে, লবনের বিরিয়ানি, করণ এটাতে লবন দেওয়া হয়েছে।

৩. ঘিয়ের বিরিয়ানি, কারণ এটাতে ঘি দেওয়া হয়েছে।

যারাই এভাবে বিরিয়ানির নাম রাখেন তারা জানেন না যা কিছু দিয়ে বিরিয়ানির নাম করণ করেছে সব কয়টি বিরিয়ানির উপকরণ মাত্র। এই গুলির নামে বিরিয়ানির নাম করণ হয় না।

একই ভাবে আমাদের কিছু অতি উৎসাহি ডাক্তার বন্ধু রয়েছেন যারা এইভাবেই হোমিওপ্যাথির শাখা প্রশাখা বা বিভিন্ন মেথড নাম করণ করছেন। যেমন-

১. মাইন্ড মেথড

২. ক্লাসিক্যাল হোমিওপ্যাথ

৩. মায়াজমেটিক হোমিওপ্যাথি

৪. রেপার্টোরিয়ান চিকিৎসক

৫. ক্রনিক চিকিৎসক

৬. ধাতু গত চিকিৎসা

৭. অর্গানন ভিত্তিক চিকিৎসক বা চিকিৎসা

৮. মেটেরিয়া মেডিকা ভিত্তিক চিকিৎসা ইত্যাদি নামে চিকিৎসকদের বলেন।

যারাই এমন নামে হোমিওপ্যাথিকে শাখায় বিভক্ত করছেন তারও জানেন না, এই সবগুলিও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার উপকরণ মাত্র।

বিরিয়ানির রান্না করতে যেমনি অনেক উপকরণের প্রয়োজন হয় তেমনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কার্য পরিচালনার জন্যও উপরের বিষয়গুলির প্রয়োজন। মোটকথা: মায়াজমেটিক চিকিৎসা বলে কোন কিছুই নেই। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা লক্ষণ ভিত্তিক, রোগীর সম্পূর্ণ লক্ষণ ওষুধের লক্ষণ সদৃশ হলেই রোগী আরোগ্য, এর বাইরে অন্য কোন কথা নেই।

## পাঠ-২

# "মায়াজম"(Miasm)

**মায়াজমঃ** হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, মায়াজম হল রোগের মূল কারণ এবং জীবাণুগুলো হল উত্তেজক কারণ। যে সব প্রাকৃতিক অদৃশ্য কারণসমূহ হতে রোগ উৎপত্তি হয়, সে সব কারণ সমূহকে মায়াজম বলে।

মহাত্মা হ্যানিম্যানের মতে- চির, অচির সব রোগই মায়াজমের অশুভ প্রভাবে সৃষ্টি হয়। মায়াজম শব্দের অর্থ উপবিষ, দূষিত বাষ্প, দূষিত প্রভাব, ক্ষতিকর বাষ্প, সংক্রামক উপাদান প্রভৃতি।

হ্যানিম্যান বলেছেন, চিররোগ সৃষ্টির মূল কারণ হলো, তিনটি চির রোগ-বীজ। এদের মধ্যে সোরিক মায়াজম হলো আদি রোগবীজ। সব রোগের মূল কারণ হলো সোরিক মায়াজম। এমনকি প্রমেহ এবং উপদংশ নামক আদি রোগবীজের উৎপত্তিও সোরিক মায়াজম হতে, এজন্য সোরিক মায়াজমকে আদি রোগবীজও বলে।

বর্তমান পৃথিবীতে বংশ পরম্পরা মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষের দেহের মধ্যে এই সোরিক মায়াজম কল্পনাতীত ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই মায়াজম এখন অসংখ্য প্রকারের বিকৃতি, ক্ষত, বিশৃঙ্খলা ও নানা রকম যন্ত্রণাকর রোগের সৃষ্টি করছে।

মোটকথা: মায়াজম হচ্ছে এক ধরনের গতিময় দূষণ মাধ্যম যা জীবদেহের মধ্যে একবার প্রবেশ করলে জীবনীশক্তির উপর প্রভূত্ব করে। তারপর সেই ব্যক্তিকে সার্বিকভাবে দূষিত করে, যার ফলে রোগীর দেহে একটি স্থায়ী রোগজ অবস্থা সৃষ্টি করে।

এই মায়াজম সম্পূর্ণরূপে এন্টি-মায়াজমেটিক ওষুধ দ্বারা দূরীভূত না করলে, রোগীর দেহে এই রোগবীজ সারা জীবন বিরাজ করবে এবং পরম্পরা প্রবাহমান থাকবে।

## পাঠ-৩

# মায়াজমের ক্ষেত্রে আমরা কিছু ভুল করি

মায়াজমের ক্ষেত্রে আমরা কিছু ভুল করে থাকি, যেমন-

১. সোরাকে আমরা মায়াজম বলি, প্রকৃত পক্ষে সোরা কিন্তু মায়াজম নয়। একটা মায়াজমেটিক অবস্থা যা সোরিক মায়াজমের দ্বারা সৃষ্টি হয়। প্রকৃত পক্ষে মায়াজমটি হলো সোরিক।

২. সিফিলিসকে আমরা মায়াজম বলি, প্রকৃত পক্ষে সিফিলিস কিন্তু মায়াজম নয়। একটা মায়াজমেটিক অবস্থা, যা সিফিলিটিক মায়াজম দ্বারা সৃষ্টি হয়। প্রকৃত পক্ষে মায়াজমটি হলো সিফিলিটিক।

৩. সাইকোসিসকে আমরা মায়াজম বলি, প্রকৃত পক্ষে সাইকোসিস মায়াজম নয়। এটা মায়াজমেটিক অবস্থা, যা সাইকোটিক মায়াজম দ্বারা সৃষ্ট। প্রকৃত পক্ষে মায়াজমটি হলো সাইকোটিক।

৪. টিউবারকুলোসিসকে আমরা মায়াজম বলি, প্রকৃত পক্ষে টিউবারকুলোসিস মায়াজম নয়। এটা মায়াজমেটিক অবস্থা, যা টিউবারকুলার মায়াজম দ্বারা সৃষ্ট হয়। প্রকৃত পক্ষে মায়াজমটি হলো টিউবারকুলার।

## পাঠ-৪

# মায়াজমকে আমি যেভাবে বুঝি

ঘরের মেঝেতে পানি জমতে থাকলে এক সময় সে স্থানটি স্যাঁতস্যাতে হয়ে যাবে। এই স্যাঁতস্যাতে অবস্থা দীর্ঘ সময় চলতে থাকলে, সেখানে জীবানুর জন্ম হবে। এখানে জীবানু জন্মানোর অনুকুল পরিবেশকে বলা হয় ডায়াথেসিস। এই ডায়াথেসিস যে অদৃশ্য শক্তি সৃষ্টি করে তাকে মায়াজম বলি। একটি উদাহরণ দিলে আরও বুঝতে সহজ হবে। যেমন-

যদি বলি গাজীপুরে ভালো কাঁঠাল হয়। আপনি গাজীপুরের যে কোন স্থানে কাঁঠালের বীচি লাগাবেন সেখানেই কাঁঠাল গাছ জন্মাবে এবং ভালো কাঁঠালও হবে। রাজশাহীতে প্রচুর আম হয়, আপনি রাজশাহীর যে কোন স্থানেই আম গাছ বপন করেন না কেন, সেখানেই ভালো আম জন্মাবে। যা আমার চাঁদপুরে হবে না, যদিওবা হয় সেখানের মতো হবে না। এটাই স্বাভাবিক। তাহলে বলতেই পারি গাজীপুরের মাটি কাঁঠাল ডায়াথেসিস, রাজশাহীর মাটি আম ডায়াথেসিস। গাজীপুরের মাটি কাঁঠাল হবার

উপযোগী আর রাজশাহীর মাটি আম হবার উপযোগী এটাই ডায়াথেসিস। আর এই মাটিকে যে সব প্রাকৃতিক অদৃশ্য কারণ সমূহ ডায়াথেসিসে রূপান্তরিত করেছে সেটাই মায়াজম।

## পাঠ-৫
## রোগীর যে অবস্থায় মায়াজম নিয়ে ভাববো

১. কোন রোগীর যে কোন রোগের চিকিৎসা করার পর, সে রোগী যখন পুনরায় একই রোগে আক্রান্ত হয়ে বারবার ফিরে আসে, তখন আপনাকে ভাবতে হবে এর কারণ কি?

২. একই পরিবেশে বসবাস করে কেউ অসুস্থ হচ্ছে, আবার কেউ স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপন করছে অর্থাৎ কেউ অসুস্থ হচ্ছে, আবার কেউ সুস্থ থাকছে। এর কারণ কি তা আপনাকে ভাবাচ্ছে?

৩. বংশগত কারণে কোন রোগ চিররোগে রূপান্তরিত হলে ঐ রোগের মূলোচ্ছেদ করতে আপনাকে বিচার করে দেখতে হবে যে, উক্ত রোগের মূলে সোরিক, সিফিলিটিক, সাইকোটিক ও টিউবারকুলার কোন দোষটি বিদ্যমান।

৪. রোগীর চিকিৎসা চলছে ওষুধেও কাজ করছে। হঠাৎ নির্বাচিত ওষুধে কাজ করছে না। তখন আপনাকে ভাবতে হবে এর কারণ কি?

৫. রোগীর চিকিৎসা চলছে ওষুধেও কাজ করছে। তবে তা খুবই ধীর গতি সম্পূর্ণ। তখন আপনাকে ভাবতে হবে এর কারণ কি? কেনই বা এতো ধীর গতি?

৬. রোগীর চিকিৎসা চলছে ওষুধেও কাজ করছে। রোগীর বর্তমান কষ্টের উপশম হচ্ছে কিন্তু রোগী মানসিকভাবে প্রশান্তি পাচ্ছে না। এ সময় আপনাকে ভাবতে হবে, রোগী যে মায়াজমে আক্রান্ত ওষুধটি সে মায়াজমেটিক কি না?

৭. একই সঙ্গে জন্ম হওয়া শিশু- একজন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, একজন স্বাভাবিক গতিতে বাড়ছে অন্যজন খুবই ধীর গতিতে বাড়ছে, আর একজন কিছুটা বৃদ্ধি হয়ে আর বাড়ছে না তখন আপনাকে ভাবতে হবে এর কারণ কি?

৮. একই মায়ের গর্ভে জন্ম, একই সাথে বসবাস কিন্তু একজনে দুধ খেলে ভালো থাকে, আর একজনের দুধ খেলে পেট খারাপ করে, অন্যজন দুধ খেতেই চায় না। এ রকম হওয়ার কারণে আপনাকে ভাবাবে এমন হচ্ছে কেন?

৯. একই মায়ের গর্ভে জন্ম, একই সাথে বসবাস কিন্তু একজন অনেক কথা বলে, আর একজনকে প্রশ্ন করলেও জবাব দিতে চায় না, সে কথা কম বলে। একজন শান্ত, অন্যজন রাগী। একজন শীর্ণকায়, অন্যজন মেদপ্রবণ। একজন মেধাবী, অন্যজনের মেধা কম এই সব ক্ষেত্রে আপনাকে ভাবতে হবে এর কারণ কি?

১০. একই মায়ের গর্ভে জন্ম, একই সাথে বসবাস কিন্তু একজনের শরীরে প্রায় খোস পাঁচড়া লেগেই থাকে। আর একজনের বারবার মুখে ঘা হয় কিংবা শরীরের কোথাও আঁচড় লাগলেই তা ক্ষতে পরিণত হয়ে যায়। অন্যজনের হাতে পায়ে আঁচিল, টিউমার, অর্শ। আর একজনের প্রায় ঠান্ডা লাগে যা সহজে সারে না। এমন ব্যতিক্রমী সমস্যা দেখলে আপনাকে ভাবাবে এমন কেন হয়?

১১. রোগীকে সম্পূর্ণভাবে তরুণ কিংবা চিররোগ থেকে স্থায়ীভাবে মুক্তির জন্য কাকে প্রয়োজন! যাকে না হলে রোগীর রোগ থেকে স্থায়ীভাবে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়।

১২. রোগীর চিকিৎসা কতদিন চলবে বা চিকিৎসা কোথায় গিয়ে শেষ হবে, তা জানতে যা জানা দরকার।

## পাঠ-৬

## মায়াজমের (Miasm) প্রকার

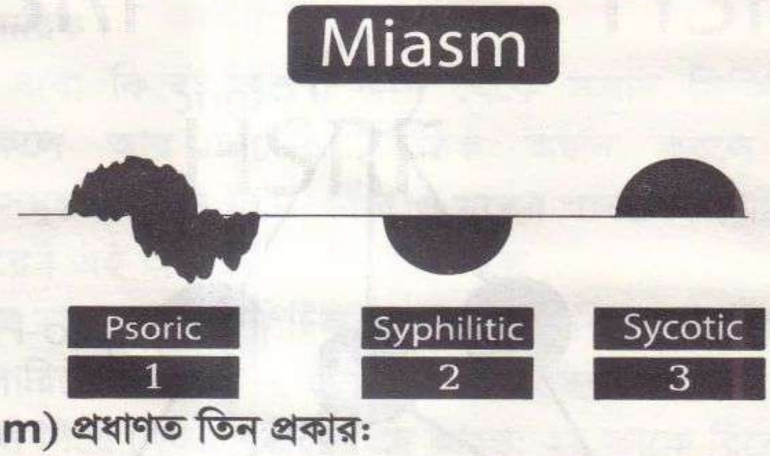


**মায়াজম (Miasm) প্রধাণত তিন প্রকার:**

১. Psoric: Psora বা কুন্ডয়ন। অসম বিধানে চিকিৎসা করায় তা উপবিষ নামে দেহাভ্যন্তরে সুপ্ত অবস্থায় সজীব থাকে। এই সজীব Psora জীবানুই Psoric Miasm.

এটা ব্যক্তির দেহে কেবলমাত্র ক্রিয়াগত পরিবর্তন সাধন করে, গঠনগত কোন পরিবর্তন আনয়ন করতে পারে না। মানসিক দিক দিয়ে আত্মরক্ষামূলক মনোভাবের।

২. Syphilitic: দূষিত সহবাস জনিত যৌন ক্ষত। অসম বিধানে চিকিৎসায় চিরস্থায়ী সিফিলিস উপবিষ নামে জীবানু দেহে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ পায়। এই Syphilis উপবিষই Syphilitic Miasm.
এটা ব্যক্তির দেহের গঠনগত পরিবর্তন সাধন করে, সব রকম কোষকে বিধ্বস্ত করে, ফলে ক্ষত বা আলসার হয়, স্রাব হয়, হাড়ের বিকৃতি ঘটে। মানসিক দিক দিয়ে ধ্বংসাত্মক মনোভাবের।

৩. Sycotic: দূষিত সহবাসজনিত যৌন রোগ গনোরিয়া। অসম বিধানে চিকিৎসায় সাইকোসিস উপবিষ নামে জীবানু সৃষ্টি হয়ে মানব দেহে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ পায়। এই বিষ মানবদেহে অবস্থান নিলে বাহ্যিকভাবে আঁচিল বা টিউমার প্রকাশ করে, এই Sycosis উপবিষই Sycotic Miasm.
এটা ব্যক্তির দেহের গঠনগত পরিবর্তন সাধন করে। কোষকলার অসম বৃদ্ধি হয়। ফলে আঁচিল, টিউমার, মোটা বা স্থূল কোষকলার সৃষ্টি হয়। মানসিক দিক দিয়ে আক্রমনাত্মক মনোভাবের।

পাঠ-৭

## মিশ্র মায়জম

চিত্র-ক.

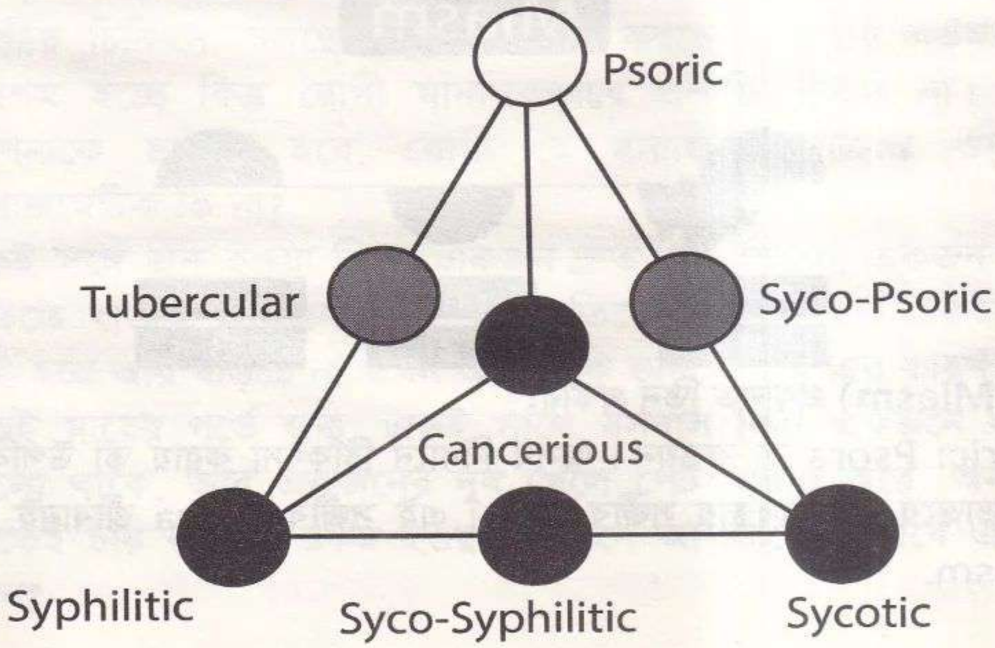

চিত্র-খ.

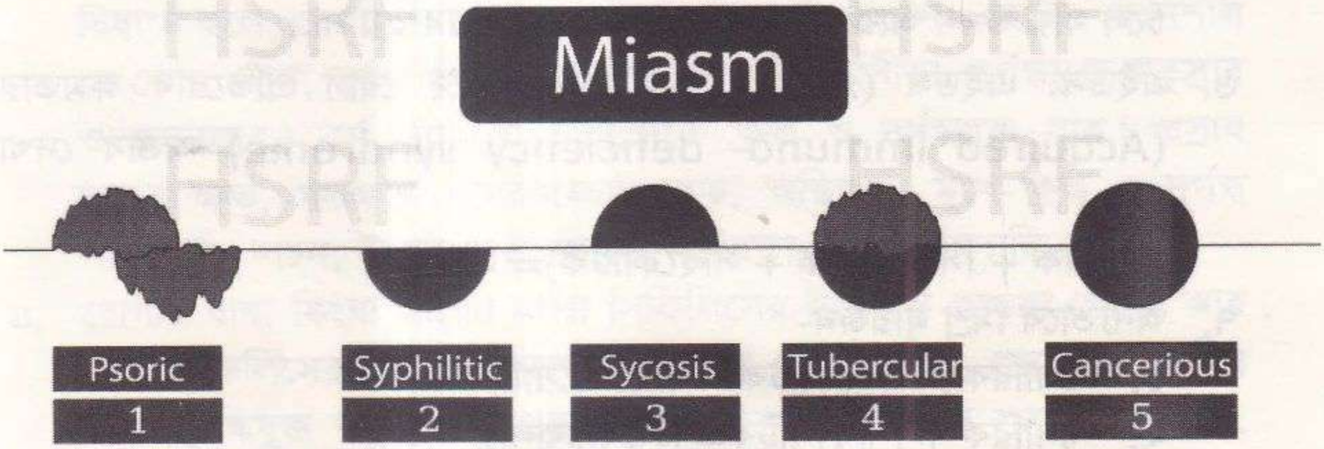


**মিশ্র মায়াজমঃ** রোগীর নিজে অর্জিত বা বংশগত পাওয়া একাধিক মায়াজমের সংমিশ্রণের ফলে রোগীর দেহে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়। যেমন-

১. টিউবারকুলারঃ বাবা কিংবা মায়ের দেহে সোরিক ও সিফিলিটিক মায়াজমের মিশ্রন থাকলে, সন্তানের দেহে টিউবারকুলার দোষরূপে প্রকাশ পেয়ে থাকে।
(বাবা কিংবা মায়ের দেহে সোরিক+ সিফিলিটিক)= সন্তান টিউবারকুলার।

২. সিউডো-সোরিক: বাবা কিংবা মায়ের কাছ থেকে সন্তান সোরিক মায়াজম পেয়ে থাকলে, সেই সাথে সন্তান নিজ জীবনে অর্জিত সিফিলিটিক মায়াজমের সংমিশ্রণে যে অবস্থার সৃষ্ট হয় তাকেই সিউডো সোরা বলে।
(বাবা কিংবা মায়ের- সোরিক+ সন্তান নিজ জীবনে অর্জিত সিফিলিটিক)= সিউডো-সোরিক।

৩. স্ক্রফিউলাঃ বাবা কিংবা মায়ের কাছ থেকে সন্তান সিফিলিটিক মায়াজম পেয়ে থাকলে আর নিজের সোরিক অর্জন করলে এতে রোগীর লসিকাগ্রন্থিসমূহ আক্রান্ত হয়ে শরীর ও মনের স্বাভাবিক পুষ্টি ও বর্ধনের পথ অবরুদ্ধ করে। এই অবস্থাকে স্ক্রফিউলা বলে।
(বাবা কিংবা মায়ের- সিফিলিটিক + সন্তান সোরিক)= স্ক্রফিউলা।

৪. রিকেটঃ সোরিকের সঙ্গে সাইকোটিকের সংমিশ্রণের কারণে পেশীগুলোর শীর্ণতা দেখা দিয়ে শিশুর শরীরের যে অবস্থা হয় তাকে রিকেট বলে।
(বাবা কিংবা মায়ের- সাইকোটিক + সন্তান সোরিক)= রিকেট।

৫. Cancerious: (সোরিক + সিফিলিটিক + সাইকোটিক + টিউবারকুলার)= ক্যান্সারিয়াস। যখন কোন রোগীর দেহে সব কয়টি মায়াজম অবস্থান করে তখন রোগীর অবস্থা অত্যন্ত মারাত্মক হয়ে পড়ে। এ

অবস্থার প্রথম দিকে সদৃশ বিধানে চিকিৎসা করতে পারলে রোগীকে পূর্ব স্বাস্থ্যে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। আর যদি রোগী এই সমস্যার ২য় বা ৩য় ধাপে চলে যায় তখন আর এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় না।

৬. এইডসঃ এইডস (AIDS) স্ব-অর্জিত কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার (Acquired immuno- deficiency syndrome) অভাব দেখা দেয়।
(সোরিক + সিফিলিটিক + সাইকোটিক)= এইডস।

৭. অন্যভাবে মিশ্র মায়জম-
১. সোরিক+ সাইকোটিক= সাইকোসোরিক
২. সোরিক + সিফিলিটিক= টিউবারকুলার
৩. সিফিলিটিক + সাইকোটিক= সাইকোসিফিলিটিক

## পাঠ-৮

## মায়াজমের বিশেষ কিছু তথ্য

রোগীর নিজে অর্জিত বা বংশগত পাওয়া মায়াজমের সদৃশ বিধানে চিকিৎসা না করলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়। তা নিম্নে দেয়া হলো-

১. রোগী নিজে সোরায় আক্রান্ত হলে, সেই সোরার চিকিৎসা সদৃশ বিধানে হলে রোগী নিজের জীবনে এর জন্য তেমন কোন নতুন সমস্যায় ভুগবেন না। এমন কি তার পরবর্তী বংশের কেউ এর জন্য কোন প্রকার জটিলতায় ভুগবে না।

২. রোগী নিজে সোরায় আক্রান্ত হলে, সেই সোরার চিকিৎসা বিসদৃশ বিধানে হলে রোগী নিজে অনেক সমস্যায় ভুগে থাকেন। যেমন- উদরাময়, পেটফাঁপা, অম্লজীর্ণ, চুলকানিযুক্ত চর্মরোগ, চক্ষু ও নাসিকা হতে জ্বালাকর স্রাব নিঃসরণ। প্রদাহ ও জ্বালাযুক্ত স্বরভঙ্গ, যে কোন অঙ্গে জ্বালাযুক্ত প্রদাহ, হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদির মত জটিল রোগে ভুগে থাকেন।

৩. রোগীর বাবা কিংবা মায়ের মধ্যে সোরার ইতিহাস পাওয়া গেলে, আর সেই সোরার চিকিৎসা সদৃশ বিধানে না করে থাকলে, সে ক্ষেত্রে রোগীর মধ্যে উদরাময়, পেটফাঁপা, অম্লজীর্ণ, চুলকানিযুক্ত চর্মরোগ, হাঁপানী, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদির মত জটিল রোগে ভুগে থাকেন।

৪. রোগী নিজে সিফিলিসে আক্রান্ত হলে, সেই সিফিলিসের চিকিৎসা সদৃশ বিধানে হলে রোগী নিজের জীবনে এর জন্য তেমন কোন নতুন সমস্যায়